দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ,
দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে
জোর দাবি তুলুন

জাতিসংঘ বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে

১০ সেপ্টেম্বর

২য় সাদা ফিতা দিবস

পালন করুন

দু'হাজার সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ আয়োজিত সহস্রাব্দ সম্মেলনে বিশ্বের ১৮৯টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের দারিদ্র্য অর্ধেক কমিয়ে আনাসহ মোট ৮টি ঘোষণা দিয়ে তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছিলেন। সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি'স নামেই ঘোষণাগুলো পরিচিত।

জি-ক্যাপ কি?

বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যাতে তাঁদের এই অঙ্গীকার পূরণে সদাতৎপর থাকেন তা নিশ্চিত করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সাফল্য অর্জনের প্রত্যয়ে বিশ্বব্যাপী সর্বজনীন "গ্লোবাল কল টু এ্যাকশন এগেইনস্ট পোভার্টি" বা জি-ক্যাপ গঠিত হয়। জি-ক্যাপ বিশ্বব্যাপী সংগঠিত এমন একটি সর্বজনীন জোট যেখানে দারিদ্র্য নিরসনে প্রতিশ্রুতিশীল বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত নেটওয়ার্ক, গোষ্ঠী, শ্রমজীবী সংগঠন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হয়ে দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছেন।

বিশ নেতৃবৃন্দের কাছে জনগণের নায্য দাবীঃ

আগামী ১৪-১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীসহ বিশের প্রায় সকল রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান আবার জাতিসংঘ সভায় মিলিত হচ্ছেন। সেখানে তারা তাদের দেয়া ঘোষণার কতটুকু অর্জিত হয়েছে এবং আগামীতে কি করা দরকার তা পর্যালোচনা করবেন।

সরকারি এসব পর্যালোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশসহ গোটা পৃথিবীর দারিদ্র্য নিরসনের কার্যক্রমে নিয়োজিত মানুষ নিউইয়র্ক শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসহ বিশের বিভিন্ন এলাকায় নানাভাবে জনগণের পক্ষ থেকেও জনপ্রতিবেদন পেশ এবং তাদের নায্য দাবিসমূহ তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে।

বিশ নেতৃবৃন্দ যেন অবশ্যই গণমানুষের নায্য দাবিগুলো মেনে যথাযথ সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করেন– সে লক্ষ্যে আমরা সবাই ১০ সেপ্টেম্বর ২য় সাদা ফিতা দিবস পালন করতে যাচ্ছি। এই দিন আমরা হাতে শান্তির প্রতীক সাদা ফিতা বেঁধে র‍্যালী, মানববন্ধন ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের দাবিসমূহ তুলে ধরবো।

an INTENT production | info@intentdesign.net

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ, দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে আমাদের দাবি:

১. ধনী এবং পিছিয়ে পড়া রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ন্যায্য বাণিজ্য ভারসাম্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অশুভ গ্রাস থেকে কৃষি এবং কৃষককে বাঁচাতে হবে।

৩. পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির মাধ্যমে ধনী দেশসমূহের প্রতিশ্রুত (০.৭%) সাহায্য অবশ্যই প্রদান এবং প্রকৃত দরিদ্র মানুষের কল্যাণে তা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৪. অস্ত্র কেনার বিপজ্জনক প্রতিযোগিতায় অর্থ ব্যয় না করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ সুরক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিরাপদ বাসস্থান তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে বরাদ্দ আরো বাড়াতে হবে।

৫. প্রশাসন থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি দূর করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহকে কার্যকর প্রক্রিয়া অনুসরণে উদ্যোগী হতে হবে।

৬. ঢালাও বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে যে কোনো মানুষের সকল মৌলিক সেবা পাওয়ার ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৭. নারীর প্রতি সকল বঞ্চনার অবসান ও তার মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৮. টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, গণমানুষের শক্তি একত্রিত হলে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা, গণমুখী পরিকল্পনা ও সকল অঙ্গীকারের যথাযথ বাস্তবায়ন হলে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য অর্ধেক কমিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। তাই, বিশ্বের সকল মানুষকে এমনভাবে সংগঠিত হতে হবে যেন রাষ্ট্রসমূহ কিছুতেই তাঁদের **অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে না পারে**।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয় আমাদের হবেই

এ ব্যাপারে তথ্য এবং অন্যান্য সহযোগিতার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

প্রচারণায়:
পিপলস্ ফোরাম অন এমডিজি, বাংলাদেশ ও জি-ক্যাপ
সচিবালয়:
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩০৪২৭, ৮১১৫৭৬৯, ৮১৫৫০৩১-২
ফ্যাক্স: ৮১১৮৩৪২
ই-মেইল: info@campebd.org